DHAKA PROBE

সত্যের সাথে, সত্যের পথে

সংবাদপত্র সংস্করণ (PDF) তৈরি: 14 Nov 2026, 03:52 PM

মতামত

প্রেসক্লাবের সদস্যপদ নয়, সাংবাদিকতার পরিচয় নির্ধারিত হোক কাজ ও যোগ্যতায়

মীর মো. রাকিব হাসান

প্রতিবেদক: Bangladesh
প্রকাশের তারিখ: শনিবার, ১৪ নভেম্বর ২০২৬, ০৮:১৪ AM



লেখক ও সংগঠক : মীর মো. রাকিব হাসান

সাংবাদিকতার মানোন্নয়নে শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ সরকারের ইতিবাচক উদ্যোগ। তবে পেশাগত পরিচয়ের স্বীকৃতিতে অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও কাজের মূল্যায়নও জরুরি।

একটি সচেতন, শিক্ষিত ও দায়িত্বশীল সমাজ গঠনে শিক্ষার বিকল্প নেই। রাষ্ট্রের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পেশায় জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈতিকতার সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। সেই বিবেচনায় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত দক্ষতার মানদণ্ড নির্ধারণে সরকারের উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবে দেখা উচিত। কারণ, সাংবাদিকতা শুধু একটি পরিচয় নয়; এটি সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল একটি পেশা।

বর্তমানে প্রযুক্তির সহজলভ্যতার কারণে হাতে ক্যামেরা কিংবা মুঠোফোন নিয়ে অনেকেই সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার করছেন। কিন্তু ছবি তোলা, ভিডিও ধারণ কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো ঘটনা প্রকাশ করাই পূর্ণাঙ্গ সাংবাদিকতা নয়। একজন পেশাদার সাংবাদিককে সংবাদ সংগ্রহের পাশাপাশি তথ্যের সত্যতা যাচাই, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য গ্রহণ, ঘটনার পেছনের কারণ অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ এবং নিরপেক্ষভাবে সংবাদ উপস্থাপন করতে হয়।

বিশেষ করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ভাষাগত দক্ষতা, গবেষণার সক্ষমতা, যুক্তিনির্ভর চিন্তা, তথ্য বিশ্লেষণ এবং পেশাগত নৈতিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন সাংবাদিকের প্রকাশিত সংবাদ যেমন জনসচেতনতা তৈরি করতে পারে, তেমনি যাচাইবিহীন বা ভুল তথ্য ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই সাংবাদিকতার মানোন্নয়নে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার মানদণ্ড নির্ধারণ সময়ের দাবি।

তবে শিক্ষাগত সনদই একজন সাংবাদিকের একমাত্র যোগ্যতার প্রমাণ নয়। দীর্ঘদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা, নিয়মিত সংবাদ প্রকাশ, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন এবং পেশাগত অবদানও যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। সরকারের নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকদের পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে মাঠপর্যায়ে কাজ করা অভিজ্ঞ সাংবাদিকদের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা জরুরি।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাংবাদিকতার পরিচয় নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা রয়েছে। অনেকের ধারণা, কোনো প্রেসক্লাবের সদস্যপদ থাকলেই একজন ব্যক্তি সাংবাদিক হিসেবে স্বীকৃতি পান। অন্যদিকে সদস্যপদ না থাকলে তিনি সাংবাদিক নন। এ ধরনের ধারণা পেশাগত ও সাংগঠনিক পরিচয়ের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করে।

প্রেসক্লাব মূলত সাংবাদিকদের একটি সাংগঠনিক প্ল্যাটফর্ম। এর সদস্যপদ একজন ব্যক্তির সাংগঠনিক পরিচয় বহন করে। কিন্তু সাংবাদিকতার প্রকৃত পরিচয় নির্ভর করে তাঁর পেশাগত কাজ, সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সম্পৃক্ততা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার ওপর। একজন ব্যক্তি নিয়মিত সংবাদ সংগ্রহ করছেন, বিভিন্ন গণমাধ্যমে তাঁর প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে এবং তিনি পেশাগত দায়িত্ব পালন করছেন, অথচ স্থানীয় প্রেসক্লাবের সদস্য নন□শুধু এ কারণে তাঁকে সাংবাদিক নন বলা যৌক্তিক নয়।

একইভাবে প্রেসক্লাবের সদস্য হলেই কেউ স্বয়ংক্রিয়ভাবে দক্ষ ও অভিজ্ঞ সাংবাদিক হয়ে যান না। সদস্যপদ একটি সাংগঠনিক বিষয়, আর সাংবাদিকতা একটি পেশাগত দায়িত্ব। দুটি বিষয়কে এক করে দেখার সুযোগ নেই।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কখনো দেখা যায়, দীর্ঘদিন রাজনৈতিক অঙ্গনে সক্রিয় থাকা ব্যক্তি, ব্যবসায়ী কিংবা শিল্পোদ্যোক্তা পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকতায় যুক্ত হচ্ছেন। কেউ কেউ জীবনের ষাট বছর অতিক্রম করার পরও নতুন করে এ পেশায় আসছেন। তাঁদের বয়স কিংবা পূর্ববর্তী পেশা সাংবাদিকতায় যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হওয়া উচিত নয়। যে কেউ নতুন করে সাংবাদিকতা শিখতে পারেন। তবে সাংবাদিকতার পরিচয় গ্রহণের পর তাঁকে পেশাগত দক্ষতা, নিরপেক্ষতা ও নৈতিকতার মানদণ্ড অনুসরণ করতে হবে। রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিবর্তে জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়াই সাংবাদিকতার মূল দায়িত্ব।

অন্যদিকে অনেক সাংবাদিক দীর্ঘদিন ধরে মাঠপর্যায়ে কাজ করছেন, নিয়মিত সংবাদ প্রকাশ করছেন এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতা তৈরি করেছেন। কিন্তু স্থানীয় প্রেসক্লাবের সদস্যপদ পাচ্ছেন না। তাহলে কি শুধু সদস্যপদ না থাকার কারণে তাঁদের পেশাগত পরিচয় প্রশ্নবিদ্ধ হবে? কোনোভাবেই নয়। প্রেসক্লাবের নিজস্ব গঠনতন্ত্র ও সদস্যপদের নিয়ম থাকতে পারে। তবে সেই সাংগঠনিক নিয়ম কোনো কর্মরত সাংবাদিকের পেশাগত পরিচয় নির্ধারণের একমাত্র ভিত্তি হতে পারে না।

সাংবাদিকতা বিষয়ে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ নিয়েও একই ধরনের বাস্তবতা বিবেচনা করা প্রয়োজন। বর্তমানে বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান তিন দিনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে অংশগ্রহণকারীদের সনদ প্রদান করছে। এসব প্রশিক্ষণ সাংবাদিকতার প্রাথমিক ধারণা, সংবাদ লেখার

নিয়ম ও পেশাগত নৈতিকতা সম্পর্কে জানতে সহায়তা করতে পারে। কিন্তু মাত্র তিন দিনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে সনদ অর্জন করলেই একজন পূর্ণাঙ্গ পেশাদার সাংবাদিক হয়ে গেলেন□এমন ধারণা বাস্তবসম্মত নয়।

প্রশিক্ষণ একজন ব্যক্তিকে প্রাথমিকভাবে দক্ষ করে তুলতে পারে। কিন্তু প্রকৃত সাংবাদিকতা শেখা ও দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন নিয়মিত অনুশীলন, মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা, অনুসন্ধান, তথ্য যাচাই এবং দায়িত্বশীল সংবাদ পরিবেশন। একইভাবে শুধু প্রশিক্ষণ সনদ নেই বলে অভিজ্ঞ ও কর্মরত সাংবাদিকদের অবদানও অস্বীকার করা যায় না।

এ ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব হবে একটি বাস্তবসম্মত ও স্বচ্ছ নীতিমালা প্রণয়ন করা। সেখানে শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি সাংবাদিকতার বাস্তব অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ, প্রকাশিত প্রতিবেদন, সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে পেশাগত সম্পৃক্ততা এবং নৈতিকতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষ করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত সাংবাদিকদের বাস্তবতা বিবেচনায় এমন ব্যবস্থা প্রয়োজন, যাতে প্রকৃত সাংবাদিকেরা অযৌক্তিকভাবে বঞ্চিত না হন এবং সাংবাদিকতার পরিচয়ের অপব্যবহারও বন্ধ হয়।

প্রেসক্লাবগুলোর ক্ষেত্রেও সদস্যপদ প্রদানের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও পেশাগত যোগ্যতাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। রাজনৈতিক পরিচয়, ব্যক্তিগত সম্পর্ক কিংবা সাংগঠনিক বিরোধ যেন যোগ্য সাংবাদিকদের মূল্যায়নের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। প্রেসক্লাবের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সাংবাদিকদের ঐক্য, পেশাগত সহযোগিতা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা।

সাংবাদিকতার মানোন্নয়নে সরকারের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণের উদ্যোগকে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করি। তবে এ উদ্যোগের সফলতা নির্ভর করবে নীতিমালাটি কতটা বাস্তবসম্মত, বৈষম্যহীন ও পেশাগত দক্ষতাভিত্তিক হয়, তার ওপর। শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি অভিজ্ঞতা ও কাজের যথাযথ মূল্যায়ন নিশ্চিত করা গেলে সাংবাদিকতার প্রতি মানুষের আস্থা বাড়বে, পেশার মর্যাদা রক্ষা পাবে এবং প্রকৃত কর্মরত সাংবাদিকেরা যথাযথ স্বীকৃতি পাবেন।

এ বিভাগের আরও খবর



ভয়াল ১২ নভেম্বর: পটুয়াখালীতে প্রাণহানি ৪৭ হাজার, কলাপাড়ায় ৪ হাজার ৬০৯
১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর। বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে আসা ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে মুহূর্তেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দক...



জাতিসংঘের মহাসচিব নির্বাচনে স্থায়ী পাঁচ শক্তির সমর্থন এখনো অনিশ্চিত

জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব নির্বাচন নিয়ে এখনো ঐকমত্য তৈরি হয়নি। ১৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত নিরাপত্তা পরিষদের অনানুষ্ঠানিক ভোটে সাত প্রার্থীর কেউই পর...



গঙ্গার পানি চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে ডিসেম্বরে, নতুন সমঝোতায় চ্যালেঞ্জ কী

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির মেয়াদ আগামী ১২ ডিসেম্বর শেষ হচ্ছে। এর আগেই নতুন চুক্তি করতে চায় ঢাকা। পানিসম্পদমন্ত্রী শহী...



ইথিওপিয়া–ইরিত্রিয়া উত্তেজনা বাড়ছে: তিগ্রাই সংঘাত কি হর্ন অব আফ্রিকায় বড় যুদ্ধে রূপ নিতে পারে?

ইথিওপিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় তিগ্রাইয়ে নতুন করে সংঘাত ছড়িয়ে পড়েছে। এর মধ্যে ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়ার সামরিক ও কূটনৈতিক উত্তেজনাও বেড়েছে। ৭ অক্টোবর তি...

Copyright Dhaka Probe

অনলাইন সংস্করণ পড়তে ভিজিট করুন: https://www.dhakaprobe.com/opinion/presklaber-sdsjpd-ny-sangbadiktar-prichy-nirdharit-hok-kaj-o-jogjtay